মায়ের দোয়ার সুফল

01-December-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)**।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

یَااَیُّھَا النَّاسُ اِنَّ اَنۡجَاکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ مِنۡ اَھۡوَالِھَا وَمَوَاطِنِھَا اَکۡثَرُکُمۡ عَلَیَّ صَلَاۃً فِیۡ دَارِ الدُّنۡیَا

অর্থাৎ হে লোকেরা নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে তাড়া-তাড়ি মুক্তি পাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে যে তোমাদের মধ্যে হতে দুনিয়াতে আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কারী হবে।

(ফিরদৌসুল আখবার, ২/ ৪৭১, হাদীস: ৮২১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের মর্যাদা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “মা” হচ্ছে কুদরতের একটি অমূল্য উপহার, মায়ের মর্যাদা কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা হয়েছে, মায়ের অনুগত ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়ে যায়, মা তার সন্তানের আরামের জন্য নিজের আরাম আয়েশকে কুরবানী করে দেয়, মায়ের বুকের রক্ত দ্বারা সন্তানের অস্তিত্ব তৈরী হয়, মা অনেক বছর পর্যন্ত নিজের সন্তানকে আদর করে ঘুম পারায়, মা অসুস্থ সন্তানকে দেখে অধৈর্য হয়ে পরে এবং অশ্রু বিসর্জন করে, মা অসুস্থ সন্তানের জন্য প্রচন্ড শীতের রাতেও সারা রাত জেগে কাটিয়ে দেয়, মা অসুস্থ সন্তানের জন্য দামী হাসপাতাল ও দামী ঔষধের দোকানে ধাক্কা খাওয়াকেও মেনে নেয়, মা সন্তানের ভবিষ্যত সাজাতে নিজের পুরো জীবনকে সন্তানের জন্য ওয়াকফ করে দেয়, মা সন্তানের জন্য ছায়াযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় হয়ে থাকে, মা স্বয়ং গরম সহ্য করে সন্তানকে বাতাস করতে

থাকে, মা সন্তানকে ছায়ায় বসিয়ে নিজে রোদে বসে যায়, মা সন্তানের আবদার ও আহ্লাদ পুরণ করে, মা ঋণ করে হলেও সন্তানের আবদার পূরণ করে, মা তার স্বামীর মৃত্যুর (Death) পর সন্তানদের ধারে ধারে ঘুরতে দেয়না, মা সন্তানের জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময় এবং জন্মের পরের কষ্ট সহ্য করে থাকে, মা সন্তানকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে, মা তার মুখের গ্রাসও সন্তানের মুখে দিয়ে খুশি হয়ে যায় এবং নিজে ক্ষুধার্ত ঘুমিয়ে যায়, মা সন্তানকে গরম বিছানায় শোয়ায় আর নিজে ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে যায়, মা সন্তানের মন্দ কল্পনা করে না, মা সন্তানকে খুশি দেখে খুশি হয়ে যায়, মা সন্তানকে দুঃখ কষ্টে লিপ্ত দেখে অস্থির হয়ে যায়, মা বিপদে সন্তানের মনোবল দৃঢ় করে, মা প্রতিবন্ধি সন্তানকেও অসহায় ভাবে ছেড়ে দেয় না, মা অবাধ্য সন্তানের প্রতিও স্নেহ ও দয়াই করে থাকে, মা না হলে ঘরকে বিরান ভূমি মনে হয়, মায়ের সেবক জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করে, মাকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের উপর আবশ্যক, মায়ের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, যেমনটি

মা’কে কাঁধে উঠিয়ে গরম পাথরের উপর ছয় মাইল...

এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: একটি রাস্তায় পাথর এমন গরম ছিলো যে, মাংসের টুকরো এতে রাখা হলে তা কাবাব হয়ে যাবে! আমি আমার মা’কে কাঁধে ছড়িয়ে ছয় মাইল (প্রায় ৬৫৬.৯ কিলোমিটার) পর্যন্ত গিয়েছি, তবে কি আমি আমার মায়ের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছি? হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মের সময় ব্যাথার যেরূপ ঝটকা সে সহ্য করেছে, সম্ভবত এটি তা থেকে একটি ঝটকার বদলা হতে পারে।

(মু’জামুস সগীর, ১/৯২, হাদীস নং-২৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! যদি কোন গরম বিছানায় নিজের মাকে নিজের কাঁধে ছড়িয়ে ৬ মাইল সফর করে তারপরও সে তার মায়ের ঋণ তো দূরের কথা বাঁচ্চা জন্মের সময় মা যে কষ্ট সহ্য করে সেটারও ঋণ আদায় করদে পারলো না। মা'ই ঐ দয়ালু ব্যক্তিত্ব, যে সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকে, মায়ের দোয়া সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যায়, মায়ের দোয়া আল্লাহ পাকের অনুগত বানিয়ে দেয়, মায়ের দোয়া গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মায়ের দোয়া সন্তানকে বিলায়তের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে থাকে, মায়ের দোয়া সফলতা দিয়ে থাকে, মায়ের দোয়া রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম, মায়ের দোয়া গুনাহ ক্ষমার উৎস, মায়ের দোয়ার বরকতে রব তায়ালা সন্তানের উপর থেকে বিপদাপদ এবং পরীক্ষাকে দূর করে দেয়। আসুন! আজ আমরা মায়ের দোয়া বরকত সম্বলিত কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

মায়ের দোয়ার সুফল

হযরত আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন; আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, একদা এক বৃদ্ধা মহিলা হযরত ইবনে মুখাল্লাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমার যুবক পুত্রটিকে রোমীয়রা বন্দি করে নিয়েছে। আমার একটি ছোট্ট ঘর আছে, তা ছাড়া আমার নিকট আর কোন সম্পদ নাই এবং সেই ঘরটি আমি বিক্রিও করতে পারবো না, সুতরাং আপনি ক্ষমতাসীন কাউকে বলে দিন যে, ফিদিয়া দিয়ে আমার পুত্রকে মুক্ত

করিয়ে আনুক, কেননা এখন নাতো আমার দিনে শান্তি লাগছে, না রাতে ঘুম আসছে। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বৃদ্ধা মাকে শান্তনা দিয়ে বললেন: মুহতারামা! আপনি যান! আমি আপনার সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করছি। বর্ণনাকারী বলছেন: যখন বৃদ্ধাটি সেখান থেকে চলে গেলেন তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মাথা নিচের দিকে দিয়ে বসে গেলেন এবং তাঁর মোবারক ঠোঁটগুলো নড়ে উঠল (যেনো কিছু পাঠ করছিলেন)। কিছুক্ষণ পর সেই বৃদ্ধা মহিলাটি তার যুবক পুত্রকে সাথে নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে দোয়ায় দোয়া দিয়ে বললেন: (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ) আমার পুত্র নিরাপত্তার সহিত ফিরে আসলো এবং সে আপনার দরাবরে তাঁর সফরনামাও বর্ণনা করবে।

পুত্র বললো: আমি বন্দিদের একটি দলের সাথে রোমের বাদশাহের অধীনে বন্দি ছিলাম, তার অধীনে অনেক বাগান ছিলো, সে প্রতিদিন আমাকে তার বাগানে (Gardens) কাজ করার জন্য পাঠাতো এবং সন্ধ্যায় আবারো জেল খানায় ঢুকিয়ে দিতো। একদিন আমরা মাগরীবের পর (বাগানে) কাজ করে জেলখানার দিকে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎ আমার পায়ে বাঁধা শক্ত শিকল আপনা-আপনি খুলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। (বর্ণনাকারী বলেন যে) যুবকটি পায়ের শিকল খুলে যাওয়ার যে দিন-যে সময় শিকল ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কে বলেছিলো, তা সেই দিনই ছিলো যেইদিন বৃদ্ধা হযরত ইবনে মুখাল্লাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে দোয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। সিপাহীরা তা আমাকে (অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলার সন্তানকে) বললো: তুমি কি শিকল ছিঁড়েছো? আমি বললাম: না! তা আপনা-আপনি আমার পা থেকে খুলে পরে গেছে। যুবকের এই কথা শুনে সিপাহীরা বিস্মিত হয়ে গেলো এবং তারা গিয়ে তাদের অফিসারকে

বললো, সেও হতবাক হয়ে গেলো এবং সে তৎক্ষণাৎ একজন কামার ডেকে বললো: এই যুবকটিকে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে দাও! কামারটি আমাকে শিকল পরিয়ে দিলো, এবার আমি কয়েক কদম দিতে না দিতেই তাও আমার পা থেকে খুলে পরে গেলো।

আমার এই ঘটনায় সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাদের পাদ্রীকে (ধর্মীয় নেতাকে) ডেকে সব ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করলো। পাদ্রী সমস্ত ঘটনার শুনার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার মা কি জীবিত? বললাম: হ্যাঁ। আমার উত্তর শোনার পর পাদ্রী তাদের দিকে ফিরে বললো: আল্লাহ পাক তার মায়ের দোয়া কবুল করেছেন। সিপাহী বললো: যেখানে আল্লাহ পাক তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন সেখানে আমরা কিভাবে তোমাকে শিখল দিয়ে আটকাতে পারি? একথা বলে রোমীয়রা আমাকে মুক্ত করে দিলো এবং আমাকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দিলো। (আর এভাবে মায়ের দোয়া ও ইবনে মুখাল্লাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতে ঐ যুবকটি মুক্তি লাভ করলো।)

(উয়ূনুল হিকায়াত, ১২৯ নং কাহিনী, ১৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাক মায়ের দোয়ায় কিরূপ প্রভাব রেখেছেন যে, মা যখন তার সন্তানের জন্য দোয়া করেন তখন রব তায়ালা তার উঠানো হাতের সম্মান রাখেন এবং সন্তানের জন্য তার দোয়া কবুল করে নেন, এমনকি মায়ের অন্তর থেকে বের হওয়া দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক সন্তান থেকে বিপদাপদ এবং পরীক্ষাকে দূর করে দেন। আর কতইনা সৌভাগ্যবান সেই লোকেরা, যাদের পিতামাতা জীবিত এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট আর কিরূপ সৌভাগ্যবান ঐ সন্তান, যে

তার পিতামাতার সহায় হয়, তাদের সেবা করে, তাদের দোয়া নেয় এবং আল্লাহ পাকর সন্তুষ্টির অধিকারী হয়, সুতরাং যদি আমরা চাই যে, আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি খুশি হয়ে যাক, আমাদের পিতামাতা আমাদের জন্যও দোয়া করুক, তবে আমাদের উচিৎ আমাদের পিতামাতাকে গুরুত্ব দেয়া, তাদের অনুগ্রহকে স্মরণ রাখা, তাদের স্বভাব বিরোধী কথা বলা থেকে বিরত থাকা, সব কিছুতেই তাদের খেয়াল রাখা, তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের জায়িয প্রয়োজনাদী পূরণ করা, তাদের সকল জায়িয আদেশ পালন করা, বিশেষ করে যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে যায়, এসময় তাদের সন্তানের সহানুভুতির অনেক বেশী প্রয়োজন হয়ে থাকে, কেননা বৃদ্ধ বয়সে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অক্ষম হয়ে যায়, শরীরে রোগ ভর করে থাকে এবং আপনও পর হয়ে যায়। পিতামাতার বার্ধক্য মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়, অনেক সময় পিতামাতা বার্ধক্যে প্রস্রাব ও পায়খানাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, যার কারণে সাধারণত সন্তানরা বিরক্ত হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! এমতাবস্থায়ও পিতামাতার সেবা করা আবশ্যক। শিশুকালে মাও তো সন্তানের ময়লা আবর্জনা সহ্য করতো। সুতরাং বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণে পিতামাতার স্বভাব যতই খিটখিটে হয়ে যাক না কেন, অযথা বকবক করুক না কেন, চাই যতই ঝগড়া এবং পেরেশানি করুক না কেন, ধৈর্য ধৈর্য এবং ধৈর্যই ধারন করতে হবে এবং তাদের সম্মান বজায় রাখা আবশ্যক। জি হ্যাঁ! এটিই হলো পরীক্ষা, পিতামাতার সাথে অসদাচরন করা এবং তাদের ধমক দেয়া ইত্যাদি তো দূরের কথা তাদের সামনে “উফ” পর্যন্ত করা উচিৎ নয়, নয়তো সফলতা হাত থেকে বের হয়ে যেতে পারে এবং উভয় জগতের ধ্বংস কারণ হয়ে যেতে পারে,

কেননা পিতামাতার মনে কষ্ট প্রদানকারী এই দুনিয়ায়ও অপমানিত ও অপদস্থ হয় এবং আখিরাতে আযাবেরও অধিকারী হয়।

পিতামাতাকে মন্দ বলার পরিণতি

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: মেরাজের রাতে আমি কিছু লোক দেখেছি, যারা আগুনের ডালে ঝুলে ছিলো, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা দুনিয়ায় তাদের পিতা ও মাতাকে মন্দ বলতো। **(আয যাওয়াজির, ২/১৩৯)**

কবর হাঁড়গোড় ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত আছে: যখন পিতামাতার অবাধ্যকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে চাপ দেয়, এমনকি তার হাঁড়গোড় (ভেঙ্গে চুরে) একে অপরের ভেতর ঢুকে যায়। **(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালা আ'মাল, ২/২৬৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার মর্যাদা এবং তাদের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও মহান, এর অনুমান এই বিষয়টি থেকে করুন যে, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে যেখানে তাঁর ইবাদতের আদেশ ইরশাদ করেছেন সেখানেই পিতামাতার সাথে সদাচরণ এবং দয়া করার আদেশও ইরশাদ করেছেন, যেমেনটি

১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿ؕ۲۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩ ও ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপনার রব নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, ‘হে আমার রব! তুমি তাদের উভয়ের উপর দায় করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন’।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকার আলোকে হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন পিতামাতার মাঝে বার্ধক্য উপনিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি থাকে না এবং যেমনিভাবে তুমি শিশুকালে তার নিকট অক্ষম অবস্থায় ছিলে, তেমনই তারা শেষ বয়সে তোমার নিকট অক্ষম হয়ে পরে। তখন এমন কোন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না, যা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের পক্ষ থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধ করছো। তাদেরকে ধমকাবে না, উচ্চ আওয়াজেও কথা বলবে না বরং খুবই উত্তম আদব সহকারে পিতামাতার সাথে এভাবে কথাবার্তা বলবে, যেমন গোলাম তার মুনিবের সাথে বলে। তাদের সাথে

নম্রতা ও বিনয় সহকারে আচরণ করো এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসা সূচক ব্যবহার করো, কেননা তাঁরা তোমার অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা লালিতপালিত করেছে আর যা কিছু তাঁদের প্রয়োজন হয় তা তাঁদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা। মোটকথা পৃথিবীতে উত্তম আচরণ ও সেবার মধ্যে যতই অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু পিতামাতার অনুগ্রহের হক আদায় হবে না। তাই বান্দার উচিৎ যে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের জন্য দয়া অনুগ্রহের প্রার্থনা করা এবং আরয করা যে, হে প্রতিপালক! আমার সেবা তো তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারেনা; তুমিই তাদের উপর দয়া করো, যেনো তা তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হয়।

১ম পারা সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতের আলোকে বলেন: পিতামাতার সাথে সদাচরণের যে পদ্ধতি প্রচলিত তা হলো: (১) অকপট চিত্তে অর্থাৎ সত্য অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, (২) চাল-চলন, কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা, (৩) তাঁদের শানে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা, (৪) তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, (৫) স্বীয় উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁদের থেকে গোপন করো না, (৬) তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, (৭) তাঁদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত দ্বারা ইসালে সাওয়াব করা, (৮) আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা, (৯) প্রতি সপ্তাহে তাঁদের কবর যিয়ারত করা, (১০) পিতামাতার সাথে সদাচরণের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অভ্যস্থ হন কিংবা বদ মাযহাবের (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী) শিকার হয়ে পরেন তবে তাঁদেরকে অতীব নম্রতা ও

বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাভীতি এবং সঠিক আক্বীদার দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকুন। মোটকথা যদি সারা জীবন পিতামাতার সেবা করা হয় তবুও তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারেনা।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৩৩ পৃষ্ঠা, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ৮৩ নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কুরআনে পাকে পিতামাতার সম্মান ও আদব করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে হাদীসে মোবারাকায়ও অসংখ্য স্থানে পিতামাতার আনুগত্য ও বাধ্য হওয়ার আদেশ এবং তাঁদের শান ও মহত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন সন্তান তার পিতামাতার দিকে দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলেন: যদিওবা দিনে ১০০ বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে! ইরশাদ করলেন: نَعَمْ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ, আল্লাহ পাক সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী পবিত্র। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদীস নং-৭৮৫৬)** অর্থাৎ তিনি সবকিছুর ক্ষমতাবান, তিনি তা থেকে পবিত্র যে, তাঁকে তা (সাওয়াব) দিতে পারবে না বলা। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৪, ১৬তম অধ্যায়)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে তার পিতামাতার আনুগত্য করাবস্থায় সকাল করলো, তবে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয়, যদি পিতামাতার মধ্যে একজন হয় তবে একটি দরজা খোলা হয় এবং যে এই অবস্থায় সকাল করলো যে, সে তার পিতামাতার অবাধ্য হলো, তবে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয় আর যদি

পিতামাতার মধ্যে একজন হয় তবে একটি দরজা (Door) খোলা হয়। এক ব্যক্তি আরয করলো: وَاِنْ ظَلَمَاهُ؟ অর্থাৎ যদি তারা অত্যাচার করে? ইরশাদ করলেন: যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদিন, ৬/২০৬, হাদীস নং-৭৯১৬)

(৩) এক ব্যক্তি আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পিতামাতার প্রতি তার সন্তানের কি হক রয়েছে? ইরশাদ করলেন: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ অর্থাৎ তারাই তোমার জান্নাত এবং তোমার দোযখ।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাবু বিররুল ওয়ালিদিন, নম্বর-৩৬৬২, ৪/১৮৬)

(৪) এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এসে আরয করলেন: আমার উত্তম সেবা যত্নের সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবারো আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার পিতা। **(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৩, হাদীস নং-৫৯৭১)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা সমূহ থেকে জানা গেলো যে, পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা খুবই উচ্চ, মানুষ যদি তাঁদের সন্তুষ্ট রাখে তবে তার দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায় আর তাঁদের অসন্তুষ্ট করা জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। এটাও জানা গেলো যে, পিতামাতা যদিও অত্যাচার করে তবু সন্তানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যক, যদি পিতামাতা কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, ধমকায়, মারপিট করে বা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো

পিতামাতার দোষ মনে করার পরিবর্তে নিজেকে এভাবে নিন্দা করা যে, এতে আমার নিজেরই ভূল। যদি আমি তাঁদের সন্তুষ্ট রাখতাম এবং তাঁদের গোলাম হয়ে যেতাম, তবে আজ আমাকে এই দিন দেখতে হতো না, কেননা পিতামাতা তো সন্তানের প্রতি অনেক বেশী দয়ালূ হয়ে থাকে, তারা কেনইবা আমার সাথে এরূপ আচরণ করবে।আর শেষ হাদীস থেকে এটা জানা গেলো যে, মায়ের হক পিতার তুলানাই বেশি, মা পিতার তুলানাই সন্তানের নিকট সদাচরণের বেশি হকদার। সুতরাং ঐ লোকেরা, যাদের পিতামাতা জীবিত তারা ভাবুন যে, আমরা কি আমাদের পিতামাতার হক পূরন করছি? আমাদের পিতামাতা কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট? আমরা কি তাঁদের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলি? আমরা কি তাঁদের প্রত্যেক জায়িয আদেশ মান্য করি? আমরা তাঁদের সাথে ঝগড়া বিবাদ তো করি না? আমরা তাঁদের সাথে তর্ক তো করি না? আমরা তাঁদের সেবা করাকে বোঝা তো মনে করি না? তাঁদের কাজ করার সময় আমাদের কপালে ভাঁজ তো পরেনা? তাঁরা ধমক দিলে উল্টো তাঁদেরকে চোখ বড় বড় করে তো তাকাই না? তাঁরা হাত খরচ চাইলে আমরা টাল বাহানা তো করি না? আমাদের দেখে কি আমাদের পিতামাতার চোখ শীতল হয়? আমরা কি আমাদের মায়ের আদব ও সম্মান করি? আমরা কি আমাদের মাকে দোয়া করার জন্য বলি?

মনে রাখবেন! মায়ের দোয়া অনেক বেশী কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়, যেমনটি- নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মায়ের দোয়া (সন্তানের জন্য) দ্রুত কবুল হয়ে যায়। আরয করা হলো: এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন: মা, বাবার তুলনায় বেশী দয়ালু (Kind) হয়ে থাকে এবং করুনার দোয়া রহিত করা হয়না। **(তাবকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা লিস সাবকী, ৬/৩১৭)**

আসুন! আমরাও মায়ের দোয়ার বরকত সম্বলিত কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং মায়ের দোয়া নেয়ার কাজ করার নিয়্যত করি।

জান্নাতের সঙ্গী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত পুস্তিকা "সামুদ্রিক গম্বুজ" এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: হযরত মুসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام একবার আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে ক্ষমাশীল রব! আমাকে আমার জান্নাতের সঙ্গীকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: অমুক শহরে যাও, সেখানকার অমুক কসাই তোমার জান্নাতের সঙ্গী। সুতরাং সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام সেখানে ঐ কসাইয়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (অজানা সত্ত্বেও মুসাফির ও মেহমান হওয়ার কারণে) তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন। যখন খাবার খাওয়ার জন্য বসলেন, তখন তিনি একটি বড় ঝুড়ি নিজের পাশে রাখলেন, ভিতরে দুই গ্রাস দিতেন এবং এক গ্রাস নিজে খেতেন। এরই মধ্যে দরজায় কেউ করাঘাত করলো, কসাই উঠে বাইরে গেলো। হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ ঝুড়িতে দেখলেন যে, এর ভেতর অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিলো।

হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাদের ঠোঁটে মুচকি হাসি (Smile) এসে গেলো, তারা তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিলো এবং ঐ মুহুর্তেই মৃত্যুবরন করলো। কসাই ফিরে এসে ঝুড়িতে আপন পিতামাতাকে মৃত অবস্থায় দেখে ঘটনা বুঝে গেলো এবং হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত চুম্বন করে আরয করলো: আপনাকে আল্লাহর নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام

বলে মনে হচ্ছে। বললেন: তোমার কিভাবে ধারণা হলো? আরয করলো: আমার পিতামাতা প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন যে, “আমাদেরকে হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর জলওয়াতে মৃত্যু দান করো।” এ দু’জনের এভাবে হঠাৎ ইন্তিকাল করাতে আমার ধারণা হলো যে, আপনিই হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام ই হবেন। কসাই আরো আরয করলো: আমার মা যখন খাবার খেয়ে নিতেন, তখন খুশি হয়ে আমার জন্য এই দোয়া করতেন: “আমার ছেলেকে জান্নাতে হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর সঙ্গী বানিয়ো। হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: তোমাকে মোবারকবাদ যে, আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে আমার সঙ্গী করেছেন। **(সামুদ্রিক গুম্বদ, ৮ পৃষ্ঠা)**

মায়ের দোয়ার কারণে আতীক

আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে “আতীক” বলার একটি কারণ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর মায়ের কোন সন্তান বাঁচতো না, যখন তাঁর জন্ম হলো, তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে গেলেন এবং কেঁদে কেঁদে এভাবে দোয়া করলেন: হে আমার প্রতিপালক! যদি আমার এই সন্তান মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পায় তবে তাকে আমাকে দান করো। এরপর থেকে তাঁকে আতীক বলা হতে থাকে।

(তারিখুল খোলাফা, ২২ পৃষ্ঠা)

মায়ের সম্মান

সুলতানুল আরেফিন, হযরত বায়েজিদ বোস্তামি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরেফিনদের ইমাম এবং যুগের গাউস ছিলেন, ১৬০ হিজরীতে ইরানের বোস্তাম শহরে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকওয়া ও পরহেযগারী, সদাচরন, সহানুভূতি, ইবাদত ও রিয়াযতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে

বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন নামায পড়তেন তখন আল্লাহ্ পাকের ভয়ের কারণে তাঁর বুকের হাঁড়ের কড়মড় আওয়াজ শুনা যেতো, এমনকি লোকেরাও এই আওয়াজ শুনতো। ১৫ শাবানুল মুয়াযযম ২৬১ হিজরীতে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ওফাত গ্রহণ করেন এবং আজও তাঁর নূরানী মাযার বোস্তাম শহরে রয়েছে। **(তাবকাতে সূফিয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা ও তাযকিরায়ে মাশায়িখে নকশবন্দীয়া, ৬৫, ৭০,৭২ পৃষ্ঠা)**

আসুন! তাঁর মায়ের সম্মান সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিলো, আমি জাগানো ঠিক মনে করলাম না, তাই পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এই অপেক্ষায় মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে (Finger) গড়িয়ে পরে জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস উপস্থাপন করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হলো তখন সেখান থেকে চামড়া উঠে গেলো এবং রক্ত বের হতে লাগলো, আম্মাজান দেখে বললেন: এটা কি? আমি পুরো ঘটনা আরয করলাম, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! আমি তার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো। **(সামুদ্রিক গুম্বদ, ৫ পৃষ্ঠা)**

মহৎ মা

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ পশ্চিম পাঞ্জাবে (ভারত) ১৩২১ হিজরী

অনুযায়ী ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১লা শাবান ১৩৮২ হিজরী অনুযায়ী ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে ওফাত লাভ করেন। তাঁর শিশুকাল সাধারণ শিশুদের চেয়ে ভিন্ন ছিলো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বাল্যকাল থেকেই দ্বীনি বিষয়াদীতে আকর্ষিত ছিলেন। যখন হাঁটতে শিখেন তখন সম্মানিত পিতার সাথে মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। যিকির ও নাত পাঠে এতোই আগ্রহ ছিলো যে, সাধারনত চলতে ফিরতেই নাত পাঠ করতেন এবং আল্লাহ পাকের যিকির করতেন। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৩০ পৃষ্ঠা)** তাঁর মহিমা ও মহত্বে তাঁর মায়ের দোয়ারও প্রভাব রয়েছে। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا প্রায় বলতেন: اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আমার এই আদুরে সন্তান মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে এবং পাশাপাশি এই দোয়াও করতেন: তার নাম সরদার, আল্লাহ পাক তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সরদার বানাক এবং দুনিয়া দেখেছেও যে, আসলেই মহান এই সন্তানের হকে করা মায়ের দোয়া কবুল হয়েছিলো এবং আল্লাহ পাক তাঁকে সরদার বানিয়ে দিলেন। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৩০ পৃষ্ঠা)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! শুনলেন তো আপনারা! মা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করে, তখন এর কিরূপ মোবারক প্রভাব প্রকাশ পায় যে, মায়ের দোয়ার বরকতে একজন কসাই শুধু জান্নাতের অধিকারী হয়নি বরং তাকে জান্নাতে আল্লাহ পাকের নবী হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতিবেশীত্বও দান করার সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করা হয়েছে আর মায়ের দোয়ার বরকতেই মুহাদ্দিসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে দ্বীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হয়েছে। এটাও জানা গেলো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن নিজেদের পিতামাতার সেবা শশ্রুষা করে তাঁদের সন্তুষ্ট রেখে তাঁদের দোয়ার অংশীদার হতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও এই আল্লাহ ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে নিজের মায়ের সেবায় ব্রত হয়ে যাওয়া,

যেনো আমরাও তাঁদের চোখের মনি হয়ে যাই এবং তাঁরা খুশি হয়ে স্বয়ং আমাদের জন্য দোয়া করে যে, "আল্লাহ! আমার সন্তানকে হাফিযে কুরআন, ক্বারীয়ে কুরআন, মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী, আমলদার আলিম এবং মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী বানিয়ে দাও, তাদেরকে উভয় জগতে সফলতা দান করো, তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাদের প্রতি সর্বদার জন্য রাজি হয়ে যাও" ইত্যাদি। তো আসুন! আজ আমরা নিয়্যত করি যে, নিজ নিজ পিতামাতার সেবা করতে থাকবো, তাঁদের অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকবো, তাঁদের সাথে তর্ক করবো না, তাঁদের সামনে আওয়াজকে ধীরে এবং দৃষ্টিকে নিচে রাখবো, তাঁদের স্বভাব বিরোধী কথা এবং কড়া কথায় ধৈর্য ধারন করবো, তাঁদের প্রয়োজনাদী পূরণ করবো, আমাদের সামর্থ অনুযায়ী তাঁদের ভালভাবে ভরন পোষন করবো, পিতামাতার পছন্দ ও অপছন্দের প্রতি সজাগ থাকবো, পিতামাতার দুঃখ কষ্টে তাঁদের সহায় হবো, পিতামাতার আরামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না, অসন্তুষ্ট পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবো, তাঁদের খাবার দাবার, থাকা, ঔষধ এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা করবো, তাঁদের সকল জায়িয আদেশ মান্য করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে এমনসব মূর্খও রয়েছে, যারা পিতামাতার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির পেছনে লেগে পিতামাতাকে অবহেলা করে থাকে, যেমন; সন্তান যুবক হয়ে গেলো এবং কোন কারণে বিয়েতে দেরী হচ্ছে, তখন অনেক সময় অপরিপক্ক সন্তান অপরের নিকট পিতামাতার অভিযোগ করে যে, দেখুন আমার এখন বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এই বয়স

তো যৌবনের আনন্দ ভোগ করার দিন, এখনই যদি আমাকে বিয়ে না করায় তবে কি বুড়ো বয়সে বিয়ে করাবে? আমার মাবাবার আমার কোন চিন্তা নাই, তাদেরকে কেই বা বুঝাবে!!!

কেউবা বলে! আমি অমুক জায়গা থেকে বিয়ে করবো, আমার মাবাবা কি জানে, ব্যস আমার ইচ্ছাই চলবে, আমি যা জানি আমার মাবাবারা তা জানে না।

কেউবা বলে! আমার বন্ধুর নিকট তো দামী মোবাইল আর আমার নিকট সাধারন একটি মোবাইলও নাই, আমার কি যুগের সাথে চলার কোন অধিকারণ নাই?

কেউবা বলে! আমার স্কুল/ কলেজের ছাত্ররা (Students) আনন্দ ভ্রমনের জন্য বিভিন্ন বিনোদনে স্থানে যায়, স্বাধীন ভাবে ঘুরাফেরা করে, কিন্তু আমার বাবার আমার প্রতি কোন অনুভুতিই নাই, আমারও তো কোন কিছুর উৎসাহ জাগে, আমি কি শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের ভেতরই বন্দী থাকবো?

কেউবা বলে! আমার বন্ধু বান্ধবদের পোষাক পরিচ্ছদ কতইনা সুন্দর এবং দামী, আমার সাধারণ পোষাকের কারণে তাদের সাথে চলাফেরা করতে লজ্জা লাগে।

হায়! হায়! আমরা যদি আমাদের মাবাবার কষ্টকে বুঝতে সফল হয়ে যেতাম, একটু ভাবুন তো! এমন কোন মাবাবা কি আছে যে, যারা সন্তানের আনন্দ দেখতে চায় না, মাবাবা সর্বদা সন্তানের জন্য ভালই চিন্তা করে, আদুরে সন্তানের জন্য অনেক কিছু করতে চায়, কিন্তু অনেক সময় অবস্থা অনুকুলে থাকেনা, কারো বা বৃদ্ধ পিতা আরাম করার পরিবর্তে এখনো পরিশ্রম করে নিজের পরিবার খরচাদী চালায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের কি হয়ে গেলো? আমরা কোন দিকে চলছি, স্যোসাল মিডিয়ার মন্দ ব্যবহার (Missuse) আমাদেরকে এমন ভাবে অক্ষম করে দিয়েছে যে, আমাদের চিন্তা ভাবনাও পরিবর্তন হয়ে গেলো, আমাদের অন্তর থেকে পিতামাতার সম্মান ও গুরুত্বও চলেই যাচ্ছে, আরে এমন বন্ধু, এমন আড্ডার প্রতি থু, যা আমাদেরকে পিতামাতার কদম থেকে দূরে টেলে দিয়ে সমাজের ময়লার স্তুপে নিক্ষেপ করে দেয়, আল্লাহর ওয়াস্তে হুঁশে আসুন!

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর জান্নাতের সাথী সেই কসাইয়ের সদকা নসীব করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সদকায় মাবাবার অনুগত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর সদকায় মাবাবার সত্যিকার খেদমতগার বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর সদকায় সর্বদা মাবাবার দোয়া অর্জনকারী বানিয়ে দাও।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আপন মাবাবাকে সন্তুষ্ট করতে চাই এবং আশা করি যে, সবাই চায়, তবে আসুন! আমরা এমন উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি, যেখানে মাবাবার আদব ও সম্মান শেখানো হয়, এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, উৎসর্গীত হয়ে যান আল্লাহ পাকের ওলী, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রতি, যাঁর মাদানী প্রশিক্ষণে এমন অনেক যুবকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, যারা তাদের মাবাবার জন্য কষ্টের কারণ ছিলো, সেই সৌভাগ্যবানরা আজ

মাবাবার নিকট প্রশান্তির উপলক্ষ্য হয়ে গেছে, এমন অনেকে রয়েছে, যাদের অবাধ্যতা ও মন্দ আচরণের কারণে মাবাবার ঘুম বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে এখন প্রশান্তি ঘুম নসীব হয়ে গেছে।

আসুন! আমরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। নেক আমলের রিসালা পুরণ (Fill) করার অভ্যাস গড়ে তুলে, মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাই, আমরা জেনে যাবো যে, মাবাবার দোয়া কিভাবে নিতে হয়, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় শুধু নিজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন না বরং বন্ধু বান্ধবকেও অংশগ্রহণ করান, তবেই জানতে পারবে যে, মাবাবাকে কিভাবে খুশি করে তাদের অন্তরের দোয়া নিতে হয়। “১২ দ্বীনি কাজে”র জন্য নিজেকে উপস্থাপন করুন, সর্বদা নিজেকে নেকীর কাজের জন্য প্রস্তুত রাখুন।

নিশ্চয় মাবাবার আনুগত্য ও একান্ত বাধ্য হওয়া সন্তানের উপর আবশ্যক, তবে মা-বাবা যদি কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের আদেশ দেয় যেমন; দাঁড়ি মুন্ডন করো ইত্যাদি, তবে এমতাবস্থায় শরীয়ত তাঁদের আদেশ মানতে নিষেধ করেছে কেননা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য জায়িয নয়।

যদি পিতামাতা পরস্পর ঝগড়া করে তবে সন্তান কি করবে?

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি পিতামাতা পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তখন সন্তান মায়ের পক্ষও অবলম্বন করবে না, পিতার পক্ষও অবলম্বন

করবে না, কখনো যেনো এমন না হয় যে, মায়ের ভালবাসায় পিতার উপর কঠোরতা করবে। পিতার মনে দুঃখ দেওয়া বা তাঁর সাথে তর্ক করা কিংবা বেয়াদবীর সাথে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলা এসব কিছু হারাম এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে সন্তানের এভাবে পিতামাতার মধ্যে কারো পক্ষ অবলম্বন করা কখনো জায়িয নেই। তাঁরা উভয়েই তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম, যাকেই কষ্ট দিক না কেনো জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। (وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی) আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার ব্যাপারে কারো আনুগত্যতা বৈধ নয়, যেমন; মা চায় যে, সন্তান ব তার পিতাকে কষ্ট প্রদান করুক আর যদি সন্তান না শুনে অর্থাৎ পিতার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করতে রাজি না হয় তবে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় মা অসন্তুষ্ট হোক তবুও কখনো এ বিষয়ে মায়ের কথা শুনবে না, অনুরূপভাবে মায়ের ব্যাপারেও পিতার কথা শুনবে না। ওলামায়ে কিরামরা এভাবে ভাগ করেছেন যে, খিদমতের ব্যাপারে মা প্রাধান্য পাবে এবং সম্মানের ব্যাপারে পিতা বেশী প্রাধান্য পাবে, কেননা তিনি তার মায়েরও শাসক ও মুনিব। **(সামুদ্রিক গুম্বদ, ২৪ পৃষ্ঠা)**

পিতামাতা দাড়ি মুন্ডানোর আদেশ দিলে তা শুনবে না

(শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) বুঝা গেলো পিতামাতা যদি কোন না জায়িয বিষয়ের আদেশ দেয়, তবে তা পালন করবেন না। যদি নাজায়িয বিষয়ে তাঁদের কথার অনুসরণ করেন তবে গুনাহগার সাব্যস্ত হবেন, উদাহরণস্বরূপ পিতামাতা মিথ্যা বলতে আদেশ দিলো কিংবা দাড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করতে বললো, তবে তাঁদের এসব কথা কখনো পালন করবেন না, চাই তাঁরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন, আপনি নাফরমান সাব্যস্ত হবেন না, তবে যদি

মেনে নেন, তবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অবশ্যই সাব্যস্ত হবেন। অনুরূপভাবে যদি পিতা মাতার মধ্যে তালাক হয়ে যায়, তবে এখন মা লাখো কান্নাকাটি করে বললো যে, দুধের হক ক্ষমা করবোনা এবং আদেশ দেয় তোমার পিতার সাথে দেখা করবে না, এরূপ আদেশ পালন করবে না, পিতার সাথে দেখা করতে হবে এবং তাঁর খিদমত করতে হবে, কেননা তারা পরস্পর যদিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবুও সন্তানের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে, সন্তানের উপর উভয়ের হকসমূহ বহাল থাকবে।

(সামুদ্রিক গুম্বদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৫৬ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে, তাঁদের সেবা করার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে, তাঁদের দোয়ার অধিকারী হতে এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, মাদানী কাফেলাতে সফর করুন এবং নেক আমল রিসালা পুরণ (Fill) করার অভ্যাস গড়ে তুলুন اِنْ شَآءَ الله মা-বাবার সেবা ও অনুগত্য হওয়ার অনুপেরণা সৃষ্টি হবে। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত “৭২টি নেক আমলের” মধ্যে হতে নেক আমল নম্বর ৫৬ তে এটাও রয়েছে যে, আজ কি আপনি মা-বাবাকে আদব ও সম্মান করেছেন? (তাদের আদেশ শরীয়ত সম্মত হলে মান্য করা। তাদের হাত-পা চুম্বন করা তাদের আওয়াজ থেকে নিজের আওয়াজকে ছোট রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি)। এটা এমন একটা “প্রিয় নেক আমল” যদি আমরা এর উপর

আমল করি তাহলে আমরা আমাদের পিতা-মাতার অনুগত্য করাতে সফল হয়ে যাবো। মনে রাখবেন! পিতা-মাতা আমাদের উপর যদি সন্তুষ্টি হয়ে যায় তাহলে اِنْ شَآءَاللّٰه আল্লাহ পাকও আমাদের উপর সন্তুষ্টি হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে যায়, তেমনিভাবে তাঁদের বদদোয়াও কবুল হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা কখনোই যেনো এমন কোন কাজ না করি, যার কারণে আমাদের পিতামাতার কোন প্রকারের কষ্ট হয় বা তাঁরা আমাদের জন্য বদদোয়া করে। কতইযে মূর্খ ঐ লোকেরা, যারা মায়ের বদদোয়া অর্জনকারী কাজ করে। আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে সন্তানের জন্য বদদোয়া করে, তবে অপমান ও অপদস্ততা তার নিয়তি হয়ে যায়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

মায়ের বদ দোয়ায় পা কাটা গেলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত "নেকীর দাওয়াত" এর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যমখ্শরী"র (যিনি ছিলেন 'মুতাযিলা' ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম) একটি পা কাটা ছিলো, মানুষের জিজ্ঞাসার ফলে সে ব্যক্ত করলো: এটি আমার মায়ের বদ দোয়ার ফল, কাহিনীটি ছিলো এরূপ: আমি ছোট বেলায় একটি চড়ুই পাখি ধরেছিলাম এবং এর পায়ে একটি রশি বেঁধে দিলাম, হঠাৎ পাখিটি আমার হাতছাড়া হয়ে উড়তে উড়তে একটি দেওয়ালের

ফাঁকে আশ্রয় নিলো, কিন্তু রশিটি দেওয়ালের বাইরে ঝুলছিলো, আমি রশিটি ধরে নির্দয়ভাবে টান দিলাম, চড়ুই পাখিটি ব্যথায় কাতর অবস্থায় বের হয়ে এলো কিন্তু পাখিটির পা রশিতে কেঁটে গিয়েছিলো। আমার মা এই দুঃখজনক দৃশ্যটি দেখে দুঃখে কাতরিয়ে উঠলো এবং তাঁর মুখ দিয়ে আমার জন্য এই বদদোয়া বের হয়ে গেলো: যেভাবে তুমি এই নির্বাক প্রাণিটির পা কেটেছো, আল্লাহ পাক তোমার পা কেটে দিক। বদদোয়ার ফল প্রকাশ পেয়ে গেলো, কিছুদিন পর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আমি "বোখারা" সফর করি, পথিমধ্যে আমি বাহন থেকে পড়ে যাই, পায়ে বেশ আঘাত পেলাম, "বোখারা" পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করি, কিন্তু আমার কষ্ট লাঘব হলো না, অবশেষে পা কেটে ফেলতে হলো। (আর এভাবে মায়ের বদদোয়া বাস্তবায়িত হলো) **(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ২/১৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে পশুপাখি এবং পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, তেমনি পিতামাতার জন্যও ভাবার বিষয় রয়েছে, বিশেষকরে ঐসকল মা, যারা কথায় কথায় নিজের সন্তানদের এরূপ বলে যে, তুমি ধ্বংস হও, তুমি দূর হয়ে যাও, তোমার গায়ে কুষ্ঠরোগ পরুক ইত্যাদি বদদোয়া করে থাকে, তাঁদেরকে নিজের মুখকে আয়ত্বে রাখা উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, কবুলিয়্যতের সময় আর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং সন্তানের সত্যি সত্যি কিছু হয়ে গেলো, এভাবে মা স্বয়ং চিন্তায় (Tension) পড়ে যায়! সুতরাং সন্তানদের সর্বদা কল্যাণের দোয়া দ্বারা ধন্য করাই শ্রেয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপন পিতামাতাকে খুশি রাখার এবং সর্বদা তাঁদের দোয়া অর্জনের তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বিশেষ ব্যক্তিদের বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামী ইলমে দ্বীন ছড়ানোর জন্য ৮০টিরও বেশি বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনের সেবা করে যাচ্ছে এগুলোর মধ্যে হতে একটি বিভাগ হলো "বিশেষ ব্যক্তিদের বিভাগ" রয়েছে। অন্ধ, বধির ও বোবা ইসলামী ভাইদের ইলমে দ্বীন না থাকা এবং নেককারদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে অনেক সময় প্রয়োজন জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সমাজে এসব মানুষদের নিকট ইলমে দ্বীন প্রসার করার জন্য এই বিভাগ অনেক শহরে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অন্ধ, বোবা ও বধির, ইসলামী ভাইদের হালকা বসানো হয়। বিশেষ রাতে (রবিউল আউয়াল মাসে, গিয়ারবী শরীফ, শবে মিরাজ, শবে বরাত ইত্যাদি) তে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা রমযানুল মোবারকের ইজতিমায়ে ইতিকাফেও তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে মুলত মুখের ইশারায়, নাত, বয়ান, যিকির, ও দোয়ার অনুষ্ঠান হয় আর ব্রেইল (Braille) ভাষাতে অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য পুস্তিকার কার্যক্রমও চলামান।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিয়্যতের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনুস! নিয়্যতের সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات অর্থাৎ নিয়্যতের উপর আমলের নির্ভর। (বুখারী, ১/৫, হাদীস: ১) (২) ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه। অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মুজামে কাবির লিত তবরানী, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৬৬) ✸ প্রত্যেক জায়েয কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✸ ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না। (সাওয়াব বৃদ্ধির উপায়, ৩ পৃষ্ঠা) উত্তম আমলে ভালো নিয়্যতের অর্থ এটা যে অন্তরের দিকে ধ্যান করে এই আমল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করছি। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✸ নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকে বলে, অন্তরে নিয়্যত তাকার সত্ত্বেও মুখে উচ্চারণ কারা অধিক উত্তম। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা)

ঘোষাণা

নিয়্যতের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকাতে বর্ণনা করা হবে তাই এগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতী হালকাতে অবশ্যয় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)